MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

The Thematic Diversity and Modernity of Kabigan

কবিগানের বিষয় বৈচিত্র্য ও আধুনিকতা

Md. Rakibul Islam

M.Phil. Researcher
Department of Folklore and Social Studies
Islamic University, Kushtia, Bangladesh.
Email: rakibul884380@gmail.com
Page No: 186-194

Abstract: *This research paper explores the evolution, thematic diversity, and modernity of Kabigan, a prominent traditional folk performance of Bengal. Initially centered on mythological narratives, divine eulogies, and feudal patronage marked by coarse eroticism (kheur), Kabigan underwent significant transformations across different historical eras. Tracing its trajectory through the nineteenth and twentieth centuries, the study demonstrates how luminaries such as Haru Thakur, Ramesh Shil, and notably Bijoy Sarkar steered the genre away from vulgarity toward intellectual, refined, and humanistic expressions. Modern Kabigan absorbed secular themes, sociopolitical awareness, the anti-colonial struggle, partition trauma, and subaltern realities, while integrating Arabic, Persian, and English vocabularies alongside indigenous idioms. By bridging sacred mysticism with mundane human struggles, Kabigan discarded archaic constraints to mirror dynamic societal shifts. Consequently, the paper underscores that Kabigan's gradual modernization—reflected in its thematic broadening, stylistic refinement, and ethical depth—solidifies its enduring vitality in Bengali literature and folklore.*

Keywords: *Kabigan, Thematic Diversity, Modernity in Folklore, Bijoy Sarkar, Bengali Folk Song.*

সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক গভীর। জীবন গতিশীল। প্রকৃতির গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে জীবন। এজন্য তা পরিবর্তনশীল। কখনো ঋতুবৈচিত্র্যের মতো, কখনো বা নদীর গতির মতো এঁকে বেঁকে সাগরে পতিত হয়। আর যেহেতু সাহিত্যের উপাদান এই পরিবর্তনশীল জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত, সেহেতু সাহিত্যের বিষয়ও বিচিত্র পরিবর্তনশীল এবং বাঁক বদল করে। আর এই বাঁকগুলোই আধুনিকতার বাঁক। এজন্য আধুনিকতা একটি আপেক্ষিক শব্দ। আজ যা আধুনিক, কাল তা অনাধুনিক।

মানব জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি তথা মনোজগতের ভাব-দর্শন-মতবাদও প্রাচীন-মধ্য ও আধুনিক হয়ে যায়। অনুরূপভাবে কবিগানেরও প্রাচীন-মধ্য ও আধুনিকতার পর্যায় বিদ্যমান। অর্থাৎ কবিগানেরও পরিবর্তন আছে,গতি আছে,হোক তা বিষয়বস্তুতে, কিংবা ভাবে-ভাষায় অথবা আঙ্গিক-সুর-ছন্দ-তাল-লয়-বাদ্যযন্ত্র-সংলাপ ইত্যাদিতে। এজন্য একজন কবিগানের গবেষক বলেন, "উদ্ভবকালে কবিগানের যে আদল তৈরি হয়েছিল, উনিশ শতকের কলকাতাতেই তাতে নানা ধরনের পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে, সেই পরিবর্তিত কবিগান গ্রামবাংলায় জায়গা পায়"।[1] এই পরিবর্তনে দেখা যায়, 'লহর' অংশ ভেঙে জন্ম হয়েছে 'তরজা' গানের। অনুরূপভাবে জারিগান, বিচারগান, ভাবগান কিংবা আলকাপ গানের অনেক বৈশিষ্ট্য বিশ শতকীয় কবিগানে পরিলক্ষিত হয়।

অর্থাৎ কালানুক্রমে বিভিন্নগানের বৈশিষ্ট্য গৃহীত হয়ে কবিগানের জন্ম হয়েছে। বলা যায়, কবিগানও সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন গানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিংবা ভাব-ভাষা-সুর-ছন্দ-বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ-বর্জন পূর্বক সমন্বিত হয়েছে। অর্থাৎ আধুনিক হয়েছে।

প্রাচীন কবিগানের বিষয় মূলত দেবদেবীর বন্দনা বা ভক্তিতে দেবদেবীর প্রার্থনা করা। যেমন:

"মহড়া এবার দেখবো শিব কেমন কোরে
রাখে পৈত্রিক ধন।
জ্ঞানবিজয়ী ধেনু ধোরবো হাতে
সাধন ভক্তিবান জুড়াবো তাতে
মারবো শিবের বক্ষে"।[2] (রঘুনাথ দাস)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিটি বিশ্লেষণে অনুভব করা যায়, দেবতা শিবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে প্রার্থনা করা হয়েছে।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

অতএব বিষয়বস্তু ধর্মীয়ভাবে দেবতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় প্রার্থনা করা। কিন্তু ক্রমে মানুষ যখন কালের বিবর্তনে সমাজ সচেতন হয়ে উঠেছে তখন সে দেবতা নির্ভরতা কিংবা প্রকৃতি নির্ভরতা কাটিয়ে আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে আত্মনির্ভর হতে চেয়েছে। এজন্য আধুনিক কবিগানে দেবতার ভক্তির সঙ্গে সামাজিক সমস্যাও ঢুকে গেছে:

"অনন্ত মত অনন্ত পথ একই ঈশ্বর অনন্ত জগৎজোড়া।
তারে শাক্তে কয় শংকরী, বৈষ্ণব কয় হরি,
মগে বলে ফরাতারা।।
বদর বলে মাঝিমাল্লা,মুসলমান কয় খোদাতাল্লা,
গড বলে ফিরিঙ্গারা।
বলে গানপত্যে গণেশ,সৌর বলে দীনেশ,
মহেশ বলে শৈব যারা।
না বুঝে তত্ত্ব, না ভজে মত্য, ভারতে হলনা একতা"।[3]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে সমাজের ঐক্যের যে তত্ত্বটির কথা বলা হয়েছে তাতে মানুষের উৎস এক এবং অভিন্নতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মূলত মানুষের স্রষ্টা এক এবং অভিন্ন। বিভিন্নজন বিভিন্ন নামে তাকে ডাকে। আর বিভিন্নজন বিভিন্ন নামে ডাকতে যেয়ে একই মানব গোষ্ঠীকে শতধা বিভক্ত করে নিজেরাই নিজেদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তাই কবি ভারত বিভক্তির কথা বলতে যেয়ে মূলত ভারতবাসীর মূর্খতা বা অজ্ঞানতার কথাই এখানে তুলে ধরেছেন। আর এই অজ্ঞতার জন্যই তারা এক জাতিকে একশ ভাগ করে ফেলেছে এবং পরিনামে ভারতমাতাকেও বিভক্ত করে ফেলেছে।এখানে মানবতার কোনো মূল্যই থাকেনি। ফলে উদার মানবতাই এখানে আধুনিকতা।

আবার প্রাচীন কবিগানে অশ্লীলতা প্রসঙ্গ জড়িয়েছিল। এর মূল কার্যকারণ মানুষের অনগ্রসরতা। মানুষ যখন অনগ্রসর থাকে তখন তাদের মধ্যে বন্য সভ্যতার প্রভাব থাকে। বন্য মানুষ পোশাক বিহীন অবস্থায় থাকতো একসময়, এখনো থাকে। তাদের কাছে আবরণহীন দেহ-সৌষ্ঠব, অশ্লীলভাবে যৌন নিবেদন, কিংবা ভাবভাষায় যৌনতার ইঙ্গিত- এসব কিছু প্রাচীন কবিগানে যুক্ত ছিলো। এসব ছিলো বন্যপ্রাণীর মতোই আচরণ সিদ্ধ বিষয়।

মানুষ অসভ্য আচার-আচরণ বা আদিরস থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় অগ্রসর হয়ে সভ্য হতে চেয়েছে,এটাই আধুনিকতার একটা পর্যায়। এভাবে তারা পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞানের আবিষ্কার করেছে,আগুন জ্বালাতে শিখেছে, কাঁচা মাংস সিদ্ধ করে খেতে শিখেছে, বস্ত্র আবিস্কার করে লজ্জা নিবারণ করতে শিখেছে। অশ্লীলতাও পরিহার করার চেষ্টা করেছে। এজন্য আধুনিক কবিগানে কেবলমাত্র দেবতানির্ভরতা নয় বরং ভাবের দিক থেকে দেবতার পরিবর্তে মানুষ তার নিজের শক্তিতে ভর করে চলায় চেষ্টিত হয়েছে। সমাজের নানা সমস্যার মানবিক সমাধান করার চেষ্টা করেছে।এভাবে মানুষ দেবদেবীর অশ্লীল কার্যকলাপ কিংবা অমানবিক কার্যকলাপ তথা হিংসা-ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-ফাসাদ পরিহার করে প্রশান্তির ভুবন পেতে চেয়েছে। এ কাজ একদিনে হয়নি বরং কালের বিবর্তনে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি প্রবল হয়েছে এবং কবি সাহিত্যিকরাও সেভাবে তাদের সাহিত্য নির্মাণ করেছে।কবিয়ালদের মধ্যেও তাই আধুনিক চেতনার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। পর্যায়ক্রমে বিজয়কৃষ্ণ সরকারের 'বেয়াইর বিয়ের কবি' শীর্ষক কবিগানে অশ্লীলতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন:

"চিতান-একজন গরীব মানুষ কেশব ভুঁইয়ে
সন্ধ্যার পর বিছানায় শুইয়ে
দীনতায় হীনতায় পূর্ণমন।
পাড়ন- অনেক চিন্তার পরে বুড়ো বরে কন্যা দিতে চায়
সংসারের দায় নয়শো টাকা পণ।।
১ম ফুকার- ও সেই খবর পেয়ে বর জুটলো এক কজ্জল বর্ণের লজ্জাহীন বজ্জাত।
ওতার ছেলে মেয়ে আছে ঘরে বউ মরসে হঠাৎ।
বয়স প্রায় ষাটের ঊর্ধ্বে হার মেনেছে সংসার যুদ্ধে।
ভোগে আম-বাত রোগে মধ্যে মধ্যে পড়ে গেছে নিচের পাটির দাঁত।।
মিশ- সেই মেয়ের বয়স চোদ্দো বছর সংবাদ পেয়ে তাই।
নিমাই বালা বরের বেয়াই বরকে দেয় মিঠে করা সান্ত্বনা।
মুখ - বেয়াই হে করিমানা
এমন শরিকানা জরিমানা দিতে যেয়োনা।।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

প্যাঁচ- তুমি টাকা দিলে হাজার খানেক
বন্ধুবান্ধব নিন্দে তোমায় করবে অনেক
টাকায় কি যৌবন পাওয়া যায়।
হলে দোয়াজবরে কন্যা কিছু মানাতো তোমায়।
ভাবে থাকিলে সমতা প্রাণে আসে মমতা
বেয়াই তোমার নাই কোন ক্ষমতা
না বুঝে ভাবছাড়া লাফ দিওনা॥
খোচ- আমি তোমার আত্মীয় পর ভাবিয়োনা॥
২য় ফুকার- বয়স পঞ্চাশ উর্ধ্বে ব্রজেৎ ধর্ম তোমায় কই।
হবে যোগে যুক্ত বিষয় মুক্ত স্বভাবে কালজয়ী।
দিনে দিনে দিন ফুরালো কাল পেয়ে কাল ঘনালো
তোমার চল পটিকলে দাঁত পড়িলো
বেহাই তোমার তা পাকিলো কই।
মিশ- মহের উদ্মাদনায় সেজেছো ভাই উন্মাদ রাবণ।
তোমায় বারে বারে করি বারণ
মরণ পথে চরণ আর বাড়াইয়ো না॥
অন্তরা- তোমার এই শখের জাল সাপের মাল সাধ করে গলেতে পড়িয়ো না।
তুমি যন্ত্রহারা মন্ত্রহারা গো, ভুল করে এই মরন মরিয়োনা।
তোমার পাক চুলেতে কলপ দিয়ে কালো করলে ভাই
টাক বন্ধ করিবার কোন ব্যবস্থা তো নাই।
তার তো ঔষধ মেলেনা।
তুমি বাহিরে যত সাজ পরো গো
মন্ত্রের কাজ চোখ ঘুল্লিতে সারেনা।
নারীর চক্র ভীষণ চক্র খুব মুশকিল
তোমায় মুখে যেটুকু ভালবাসবে দিয়ে গজামিল তাতো তুমি বুঝবেনা।
ব্রোজের আয়ান ঘোষের দশা যেমন গো
পরে খাই ঘরের সব মাখন ছানা”॥[4] -(বিজয় কৃষ্ণ সরকার)

বিজয়কৃষ্ণ সরকারের ‘বেয়াইর বিয়ের কবি’ শীর্ষক কবিগানের জবাবে স্বরুপেন্দু সরকার যে গান বেধেছেন তা নিম্নরুপ:

“**চিতান-** বেয়াই নিমাই বালা বুদ্ধি ঢেঁকি, বল দেখি বিয়ের বুঝিস কী।
পরপাড়ন- আমার টাকা পয়সা যাবেনা সাথে, তাই বিয়েতে সুখ করে রাখি॥
ফুকার- তুমি বুড়ো মানুষ দেখে কেন করতেছ তামাশা এতো
জানো না শক্তি মোর কতো।
শিখেছি বানের ভজন, যৌবন শক্তি রসায়ন
বেয়াই তারও খেয়ে তিন চার ডজন,
হয়েছে ঠিক যুবকের মতো॥
মিশ- বেয়াই বৃদ্ধ মানুষ দেখে কেন করছো উপহাস। আমার গায়ে লেগে বসন্তের বাতাস
যৌবনের মৌবনে নিয়েছি ঠাঁই।
বেয়াই হে করি মানা,আমার বিয়েতে বাদ সাধিওনা বেয়ানের দোহাই॥
প্যাঁচ- আছে ইতিহাস পুরাকালে অনেকে বিয়ে করত বুড়াকালে
তাহাতে কম পড়তো না বল।
হতো প্রাণায়াসে আয়ুবৃদ্ধি যৌগিক ক্রিয়ার ফল।
দেখো হক সাহেব বরিশালে আশি বছরের কালেও তার দিব্য ছেলে জন্ম নিলে

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

ঈশ্বর কি আমাকে করবে না তাই॥

খোচ- তোমার কথা শুনে আমার দুঃখের সীমা নাই॥

২য় ফুকার- দেখো আরবে মাবিয়া ছিলো বয়স তার সাড়ে চার কুড়ি।

বউ ছিলো আশি বছরের বুড়ি।

তার কাছে একদিন গিয়ে এজিদকে জন্মাইয়ে দিলো ইমাম বংশের মাথা খেয়ে, তার সাথে দেবো আজ আড়ি॥

৩য় ফুকার- বললে বেয়াইর নাই কোন ক্ষমতা, একথায় বড় ব্যথা পাই।

ক্ষমতা কোনখানে দেখাই।

বেয়াই মোর কথা নিয়ো আর বুঝি এসব কইয়ো। আমার বেয়ানকে পাঠায়ে দিয়ো শক্তির পরীক্ষা দিতে চাই"।[5]

বিজয়কৃষ্ণ সরকার রচিত 'বেয়াইর বিয়ের কবি' শীর্ষক কবি গানের জবাবে স্বরুপেন্দু সরকার যে কবিগান লিখেছেন তাতে যৌনতাজনিত আদিরসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঘটনায় বলা হয়েছে কন্যা দায়গ্রস্ত এক দরিদ্র লোক কন্যাকে বিয়ে দিতে পারছে না। অবশেষে পণের বিনিময়ে ষাটোর্ধ এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে পাকাপাকি হয়।

কনের বয়স মাত্র ষোল বছর বলে বৃদ্ধ বরের বেয়াই রঙ্গরস করে বলে বৃদ্ধের যৌন শক্তি শেষ এবং শেষ পর্যন্ত যুবতী বউকে নিয়ে বিপদে পড়বে। বেয়াইর এই মন্তব্যে বৃদ্ধ বর বলে, ক্ষমতা দেখানোর জায়গা কোথায় পাই। যদি দেখতেই চান তবে বিয়াইনকে পরীক্ষা করার জন্য পাঠিয়ে দেন। এই কথাগুলোর মধ্যে আদিরসাত্মক ভাবের সঙ্গে হাস্যরসের ভাব পরিলক্ষিত। আবার বলা হয়েছে, টাকা হলে সব কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু যৌবন শক্তি কেনা যায় না। কিন্তু বৃদ্ধ বরের চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে অথচ যৌন শক্তি পাকেনি বা বৃদ্ধ হয়নি বলে বাহ্যিকভাবে দেখাচ্ছে। আসলে তার যৌন ক্ষমতায় নাই। অতএব বৃদ্ধ যদি বিয়ে করে তবে বউ তার সঙ্গে বাহ্যিকভাবে প্রেমের অভিনয় করবে, কিন্তু গোপনে যৌন চাহিদা মেটানোর জন্য অন্য যুবকের সঙ্গে মিলন করবে। যেমন আয়ান ঘোষের স্ত্রী রাধা, কৃষ্ণের সঙ্গে যৌন ক্ষুধা মিটিয়েছেন। জানা যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা কেন্দ্রিক কবিগানে অশ্লীলতা বা স্থূলরুচির অভিযোগ আছে। বিশেষ করে হরু ঠাকুরের কবিগানে এই অশ্লীলতা পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

"কবিগানের বিরুদ্ধে অশ্লীলতা ও স্থূলরুচির যেসব অভিযোগ রয়েছে, এই জাতীয় গানের বিষয়বস্তু তার জন্য অনেকাংশে দায়ী বলে মনে হয়। বিশেষভাবে কলকাতা পর্বে এই জাতীয় গানের চাপান ও উতরের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ আদিরসের আগমন ঘটতো। প্রসঙ্গত উনিশ শতকের কলকাতার বিখ্যাত কবিয়াল হরু ঠাকুরের কবিগানের উল্লেখ করা যেতে পারে। জানা যায়,তিনি জমিদার নবকৃষ্ণ রায়ের অনুরোধে যেসব কবিগান রচনা করতেন, তার অধিকাংশই ছিলো জমিদার-গৃহিণীদের নিয়ে নানা ধরনের আদিরসাত্মক ও ইঙ্গিতমূলক"।[6]

অর্থাৎ যৌনতার ইঙ্গিতমূলক।জমিদাররাও এইসব যৌনতা চর্চা করতো বলে তাদের বহু উপপত্নী থাকতো। কাজেই এসম্পর্কিত উলঙ্গ আনন্দ উপভোগে পরিবারের সদস্যদেরসহ অনুষ্ঠানে সমবেত হতো। এসব অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক এই জমিদাররাই ছিলো।তবে বিজয় সরকার এই সব রুচিহীন সাহিত্যচর্চা থেকে বেরিয়ে এসে রুচিশীল কবিগান রচনায় ব্রতী হন। তার ভাষা কিংবা দর্শনের উপস্থাপনায় তা উপলব্ধি করা যায়। অনুরূপ আরো অনেকে আছেন যারা অশ্লীলতা থেকে বেরিয়ে আসতে চান, যেমন নকুলেশ্বর সরকার। তিনি মনোহর সরকারের অশ্লীলতা চাপানোর উক্তির জবাবে বলেন:

"বললি মোদের দলে মেয়ে আছে, অঙ্গি-ভঙ্গি করে নাচে
তাই দেখে আজ করে রোষ বুঝি দেখালি আজ মেয়ের দোষ।
মেয়ের পেটে জন্ম পেলি, মেয়ের দুগ্ধে প্রাণ বাঁচালি
নইলে তুই কি বড় হয়েছিলি চুষে বাপের লেবুনচোষ"॥[7]

অর্থাৎ "বিজয় সরকার কবিগানকে এমন এক উঁচু স্থানে নিয়ে গেছেন সেখানে দাঁড়িয়ে শিক্ষাভিমানীরা চাইলেও কবিগানকে আর অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট করতে পারবেন না। একটা সময় পর্যন্ত কবিগানকে নীতির মানদন্ডে বিচার করা হয়েছে, শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে নয়। কিন্তু হরিচরণ আচার্য্য, তারক সরকার, রাজেন্দ্র সরকার, রমেশশীল, বিজয় সরকার এদের সামূহিক প্রচেষ্টায় কবিগান 'ইতরের খেউর' উপাধি থেকে বের হতে পেরেছে"।[8]

অতএব বোঝা যায়, বিশ্ব পরিবেশ পরিস্থিতির আবর্তে যেমন মানুষের মানস জগতের পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি তার প্রভাব মানব সৃষ্ট সাহিত্যকর্মেও প্রতিফলিত হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়। এজন্যই মানুষ যখন অনগ্রসর ছিল তখন অশ্লীলতাকেই তাদের সাহিত্য সৃষ্টিতে আনন্দ উপভোগের মাধ্যম হিসেবে গণ্য হতো। কিন্তু পর্যায়ক্রমে মানুষ যখন আধুনিক সভ্য জগতে প্রবেশ করলো, তখন তাদের সাহিত্যও শ্লীলতার আবরণে সভ্য ও আধুনিক হয়ে উঠলো।

সাহিত্য আধুনিক হয়ে ওঠে মূলত ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, অলংকারে, উপমা ব্যবহারে, অশ্লীলতা মুক্তিতে কিংবা

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

শব্দচয়ন ও বাক্যগঠনে। আমরা দেখছি কবিয়ালগন কালের প্রবাহে কবিগানকে অশ্লীলতা থেকে মুক্ত করে আধুনিক জগতের পোশাক আশাকে আচ্ছাদিত করতে সক্ষম হয়েছেন।আদিরসাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিও পরিহার করেছেন।

ভাবের দিক থেকে কল্পিত স্বর্গীয় দেবতার আসর থেকে নেমে এসে পরিদৃশ্যমান জগতের মানব সংসারে প্রবেশ করেছেন কবিয়ালগণ। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না কিংবা বিরহ-বেদনাজড়িত জীবন অবলম্বনে সাহিত্য রচনা করেছেন। জগতের মানুষ, তাদের বিশ্বাস, সংস্কার, ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ঐতিহ্য এমনকি বিচিত্র মানসিকতা ও আর্থ সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক ঘটনার ইতিবৃত্তও কবিগানে স্থান করে নিয়েছে। এতে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ কিংবা যেকোনো সামাজিক সমস্যাও কবিগানের বিষয়বস্তু হয়েছে। অতএব কবিয়ালগণও কালের প্রবাহে পর্যায়ক্রমে আধুনিক সমাজসচেতন হয়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

আমরা জেনেছি, হরিচরণ আচার্য্য কবিগানের বিষয়বস্তুতে আধুনিকতা প্রবেশ করান।আর রাজেন্দ্র সরকার অশ্লীলতা বর্জন করেন। তারই অনুসরণে বিজয় সরকার কবিগানের সংস্কারে তাকে জীবন ঘনিষ্ঠ করেন। অর্থাৎ বিজয় সরকার কবিগানের চিরাচরিত পথে না যেয়ে তাতে নতুনত্ব প্রবেশ করিয়ে আধুনিক করে তোলেন। তিনি বরং প্রাচীন কবিয়ালদের দেহসর্বস্ব অশ্লীলতা পরিত্যাগপূর্বক দেহাতীত প্রেমের সৌন্দর্য উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ কবিগানের যে অংশটিকে জমিদারদের কুরুচিপূর্ণ আস্বাদনের উপযোগী করেছিলেন প্রাচীন কবিয়ালগণ, তিনি তা পরিহার করেন। প্রাচীন কবিয়ালগণ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর এবং নবকৃষ্ণ বাহাদুরের দরবারীয় আসরে যে জঘন্য খেউড় কিংবা অতিঘৃণিত, অশ্রাব্য, অবাচ্য শব্দে কবিগান পরিবেশন করতেন, তা শুনে তারা সন্তুষ্ট হতেন এবং পরিবার পরিজন আত্মীয়-স্বজন নিয়ে তা উপভোগ করতেন। জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় কবিগানের আসর হতো এবং কবিয়ালদের জীবন পরিগ্রহে একটি মোটাদাগের আয় হতো বলে কবিয়ালগণ জমিদারদের কুরুচিসম্মত অশ্লীল গানগুলো তোয়াজের উদ্দেশ্যে লিখতেন ও পরিবেশন করতেন। এখানে গোঁজলাগুই রচিত জমিদারদের তোয়াজজনিত একটি গান উদ্ধৃত করা যায়:

"এসো এসো চাঁদবদনি
এ রসে নীরস কোরনা ধনি॥
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সেভুজঙ্গ,
তুমি আমার তাই রতনমনি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া
আমি দেহ প্রাণ তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া
মনে মনে ভেবে দেখো আপনি"।[9]

এরকম গোঁজলাগুই সহ অনেক কবিয়াল জমিদারদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কবিগানে আদিরসের প্রাবল্য ঘটিয়েছেন। এজন্যই ঈশ্বরগুপ্ত আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "দুঃখের বিষয় এই যে, খেউর অতিজঘন্য, অতিঘৃণিত, অশ্রাব্য, অবাচ্যশব্দে পুরিত হইত...মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর, নবকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি উচ্চলোকেরা সকার বকারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, আমোদের পরিসীমা থাকিত না। কুটুম্ব, স্বজন, সজ্জন, পরিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া গদগদ চিত্তে শ্রবণ করিতেন"।[10]

অশ্লীলতার বিষয়টি কবিগানে যুক্ত হয়েছে মূলত বৈষম্যমূলক সমাজ পরিবেশের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে। এক সময় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কিংবা বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয়েছিল রাধা কৃষ্ণের অসামাজিক উলঙ্গ চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে। তারই প্রভাব পড়েছে কবিগানের প্রথম পর্বে। যেমন হরু ঠাকুরের একটি গানে আছে —

"যদি শ্যামলা এলো বিপিনে তবে কি হবে সজনি
লম্পট স্বভাব তার জানি।
ওগো বিন্দে এই সন্দ হয়
বুঝি কারো সহবাসে পোহায় রজনী।

অথবা রঘু দাসের একটি গানে আছে —

উপায় বল কি করি তোরা সখীগন,

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

গেছে মথুরায় কৃষ্ণ ধন।
শূন্য করে বৃন্দাবন।
আমায় একা রেখে কুঞ্জেতে''।।[11]

কবিগানের এই স্থূলরুচির ধারা পরিবর্তনে বিজয় সরকার রাধাকৃষ্ণের গভীর আধ্যাত্মভাবের স্রোতধারা প্রবাহিত করেন। এ চেতনা আধুনিক এবং এজন্যই তিনি লেখেন:

''কৃষ্ণ মিলন লাগি নিশিজাগি বাসর ঘরে,
মিলন নিশি হইলো ভোর এলো না শ্যামকিশোর
কিশোরীর আঁখিলোর ঝরিয়া পড়ে
তখন সখীর প্রতি রায় কিশোরী কাতরে জানায়।
করে বাসর সজ্জা মরি বেদনায়
কুঞ্জে আসবে বলে চিকন কালা সোহাগে গাঁথিলাম মালা
সেই মালা হল মরণ জ্বালা
মালা ভাসিয়ে দে তোরা যমুনায়।
সখী দেহের ক্ষতসারে কতো প্রলেপ দিলে তার
পোড়া মনের ক্ষত সারে না তো আর
হায়গো আঘাতে সোনা ভাঙ্গিলে
জোড়া লাগে না পোড়া দিলে
সখী কোনোরূপে মন ভাঙ্গিলে সেই ভাঙ্গা মন জোড়ানো ভার
সখী মনের দাগ যাবেনা কো বুঝি জীবন গেলে
সে যে কি আগুন দিলো জ্বেলে আমার বুকের পরে''।।[12]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহের তুলনামূলক আলোচনায় কবিগানের বিবর্তন ধারা অনুভূত হয়। প্রাচীন কবিয়ালগণ তদানীন্তন পরিবেশের কারণে কবিগানকে আদিরসাত্মক তথা দৈহিক মিলনাত্মক করে জাগতিক পরিমন্ডলে উপস্থাপন করেছেন, পক্ষান্তরে বিজয় সরকার তার কবিগানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে অলৌকিক জগতের জীবাত্মা-পরমাত্মার বিরহ-বিচ্ছেদ, বেদনার দেহাতীত প্রেমের সুর ধ্বনিত করেছেন।

এজন্যই বিজয় সরকার আধ্যাত্মিক দার্শনিক কবি, আবার পরমসত্তাকে জানার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় মরমী কবি বলে আখ্যাত হয়েছেন। এ চেতনাই সূফীবাদের। অর্থাৎ নিজের দেহের মধ্যেই স্রষ্টার বসবাস। সুফীবাদে বলা হয়েছে যে নিজেকে চিনেছে, সে স্রষ্টাকে চিনেছে। একথাই তিনি তাঁর কবিগানে বলেন:

মাশুক যে সব, আশেব কায়ারে,
জীয়তা মাশুক, আর আশেক মৃতরে।

এমন চেতনায় বিজয় সরকার যে গানগুলো লিখেছেন, সেগুলোর শব্দ চয়ন কিংবা বাক্যগঠন কৌশলও আধুনিক বলে মনে হয়। জানা যায়, এক্ষেত্রে তার আশ্রয়দাতা শ্যামলাল বাবু তাকে দার্শনিক কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছেন এবং এ পথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শন চিন্তাও তাকে ঋদ্ধ হতে সাহায্য করেছে। মনে হয় বিজয় সরকার তার কবিগানে ভাবজগৎ ও বস্তুজগতকে দার্শনিক চেতনায় সমন্বিত করে স্রষ্টাকে জানার চেষ্টা করেছিলেন। বলা যায়, কবির চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের মতোই ভাবে ও ধারায় আধুনিক।

অর্থাৎ ''বিজয় সরকার বাংলা কবিগানের ধারায় জনগণের লৌকিক ভাব-চিন্তা-আশা-আর্তি এবং ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে সমগ্র সত্তায় ধারণ করে আধুনিকতার ছোঁয়া এনেছেন। বিশেষত তাঁর জীবন জিজ্ঞাসা, দৃষ্টিকোণ এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাঁকে অন্য কবিয়াল থেকে আলাদা করেছে। তাঁর সৃষ্ট একাধিক গানের ভেতর দিয়ে জানা যায় তিনি কত উঁচুদরের কবি ছিলেন''।[13]

উনিশ শতকের কবিগানে দুটি বিষয়ে আধুনিকতা প্রাপ্ত হয়।প্রথমত বিষয় নির্বাচনে ও দ্বিতীয়ত কলা বিধানে। বিষয় নির্বাচনে পৌরাণিক গানগুলো বেশিরভাগই জীবাত্মা-পরমাত্মার দেহাতীত প্রেম-মিলনমূলক, পাশাপাশি স্বদেশ প্রেমমূলক। আবার বিশ শতকের শেষের দিকে একটি জীবনচেতনা কেন্দ্রিক অপরটি আধ্যাত্মবাদী ধারা প্রবর্তিত হয়।

বিশ শতকের কবিগানে জীবন চেতার দৃষ্টান্ত:

রমেশশীল লেখেন—

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

"রস্যার বাপরে রস্যার বাপ উপায় কি ভাই রইস্যার বাপ
বুদ্ধি দেরে ভাই কোন প্রকারে এবার জান বাঁচাই।
একেত বরিষার কাল দারুন আষাঢ় মাস
পোয়া ছালই হইলাম আঁই তিন অক্তের উয়াস
পোয়া দুয়া মাইয়া উগগ্যা কাঁদি হইযায় খুন
ঘড়ৎ নাই একদানা চৈল ভাত দিয়ম কত্তুন"।[14]

উদ্ধৃতিটি বিশ্লেষণ করলে অনুভূত হয় এতে অধিকার বঞ্চিত মানুষের জীবন তথা বামপন্থী চেতনার প্রচ্ছায়া পড়েছে। এরা সাহিত্যকে সমাজ উন্নয়নের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। অতএব এদের কবিগানের ভাষা, শব্দচয়ন ও বাক্যগঠন দৈনন্দিন বঞ্চিত মানুষের জীবনমুখী।

আবার কোনো কোনো কবিয়াল তাদের গানে স্বদেশ প্রেম ও রাজনৈতিক ভাব চেতনার কথাও সংযুক্ত করেছেন। এ ভাবও আধুনিক চেতনার অবশ্যম্ভাবী প্রচ্ছায়া। যেমন:

"ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়।
কেন উড়ে এসে জুড়ে বসে,
পরের দেশে ঘাঁটি গড়ো।।
ভারত মোদের জন্মভমি
স্বর্গ হতে অনেক বড়।
তোমরা বোকা পেয়ে ধোঁকা দিয়ে
পরের রাজ্য দখল করো"।।[15]

এখানে কবিগানে স্বদেশপ্রেম ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়টি প্রকটিত করা হয়েছে। কবিগানে এই বিষয়টির অন্তর্ভুক্তি আধুনিক সচেতন মানসজাত। এ কারণে কবিগানে সূর্যসেন, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, কল্পনাদত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কাজেম আলী প্রভৃতি স্বাধীনতাকামী নেতাদের বীরত্বকথা সংযুক্ত হয়। একই চেতনায় কবিগানের ধুয়া রচনায় কবি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গানের মধ্য দিয়ে ধূয়া পরিবেশন করা হয়। এমনকি আবহমান বাংলার শাশ্বত চিত্র কবি জসীমউদ্দীনের কাহিনীকাব্যের ভাবকাহিনী কবিগানে প্রবেশ করানো হয়েছে। এভাবে কবিয়ালগণ ক্রমান্বয়ে পুরাণাশ্রিত দেবকাহিনী কিংবা তত্ত্বকথা বা আধ্যাত্মিক বিষয় পরিহারপূর্বক বাংলার পল্লী সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনকাহিনী আশ্রিত কবিগান সামনে এনেছেন। উপরন্তু লোকজ মানসদর্শন কিংবা মরমীভাবনা এবং সমন্বয়বাদী মানবতাবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তিতে পূর্ববঙ্গের অনেক মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। সেদিন কবিয়ালদের অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হন।তাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ সরকার ও নকুলেশ্বর দত্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার মাধ্যমে কবিগান পরিবেশনের সুযোগ পান। পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় কবিগানের জনপ্রিয়তা বাড়াতে অনেক সময় লাগে।কারণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পূর্ববঙ্গীয় গানে অভ্যস্ত ছিল না। তাছাড়া যেসব শ্রোতা পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে তাদের আর্থিক সংকটের কারণে কবিগানের আয়োজনও তেমন হতো না। ফলে শ্রোতারা পৃষ্ঠপোষক না পেয়ে পূর্ববঙ্গীয় কবিগানকে সহজে জনপ্রিয় করে তুলতে পারেনি। এই বিষয়টি কবিয়াল সুরেন্দ্রনাথ সরকার তার কবিগানে উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন:

"আজ যারা বাস্তুহারা একেবারেই সর্বহারা,
তাদের অন্য চিন্তা চমৎকারা।
তারা কেহ ঝোঁপ-জঙ্গলে কেইবা তাঁবুর তলে
কেহ পড়ে তালবেতালে আছে আজ নৈনিতালে।
কেহবা দুটো অন্নের জন্য রয়েছে দন্ড কারণ্য
কে দিবে কবির মান্য, তাদের অষ্টাগত প্রাণ।
কেহ-বা বিনা খুনে গিয়েছে আন্দামানে
কারাই বা কবিগানে পেতে রাখবে কান"।[16]

উদ্ধৃতিটি থেকে একথাই প্রতিয়মান হয় যে, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ পরিবর্তনের দৃশ্যচিত্রে কবিগানের বিষয়ও পরিবর্তিত হয়। এখানে দেবদেবীর প্রসঙ্গ পরিহার করে সাধারণ মানুষের বস্তুনিষ্ঠ জীবনচিত্র উপস্থাপন করা

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

হয়েছে। এমনকি রাজনৈতিক কারণে দেশের মানচিত্র বদলের ইতিহাসও বিবৃত হয়েছে। সেখানে গান্ধীজীর অহিংস মতবাদ, তাঁর চড়কানীতি, রানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি নির্যাতন-নিপীড়নের প্রতিকার চেয়ে প্রার্থনা, নারী শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ, ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ, এমনকি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কবিগানও প্রত্যক্ষ করা যায়। এ থেকে অনুভব করা যায়, কবিগণ তাদের রচিত কবিগানে বিষয়বস্তুর দিক থেকে পৌরাণিক কাহিনী পরিহার করে লৌকিক দেবদেবীর আশ্রয় নিয়েছেন,আবার লৌকিক দেবদেবী পরিবর্জন করে সরাসরি রক্তমাংসের মানব সমাজে নেমে এসে প্রথমে জমিদারদের রুচিহীন অত্যাচার-অনাচার প্রসঙ্গ টেনেছেন। আবার তদানীন্তন সমাজে পণপ্রথা তথা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দুঃখ-কষ্ট, কিংবা শোষিত বঞ্চিত মানুষের আহাজারি ইত্যাদিকে কবিগানের বিষয়বস্তু হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। কবিগানের এই যে বিবর্তন,এ বিবর্তন তাদের প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগে চলে আসার পরিভ্রমণ ছাড়া আর কিছু নয়। এই পরিভ্রমণের গতি কবিগানের ভাষা, শব্দ, ছন্দ তথা অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমরা বিষয়টি উদ্ধৃতি সহযোগে বিশ্লেষণ করতে পারি যেমন, আঠারো শতকের শেষ নাগাদ একটি কবিগান—

"চিতান অজ্ঞান অন্ধের সুজ্ঞান অঞ্চন কে হেন এ তিন ভুবনে।
প্রভু দয়াময় করে বরাভয় বিতরে করুণা কাতর জনে॥
ভবজল নিধি নিস্তারেন বিধি গুরু কৃপা নিধি আপনে।
চতুর্বর্গ ফল ফলে শ্রীচরনণ বাঞ্ছা কর্যা লও যার যেমনে॥
বাম উরুস্থিত শক্তি সুশোভিত বল্যাছেন মুক্তি প্রদানে।
খেদ কর দূর মানস তিমির বিনাশে মায়ের ওরূপ ধ্যানে"॥[17]

উদ্ধৃতিটিতে শ্রীকৃষ্ণনকীর্তনের ভাব ও ভাষা প্রয়োগের কৌশল পরিলক্ষিত হয়। শব্দ প্রয়োগের দিক থেকে 'অজ্ঞান', 'সুজ্ঞান', 'অঞ্জন',কে হেন,'বরাভয়','বিতরে','নিস্তারেন', বাঞ্ছা কন্যা প্রভৃতি শব্দসমূহ নিশ্চয় আধুনিক বাংলা ভাষায় প্রযোজ্য নয়। আবার ছন্দের দিক থেকেও আধুনিক মাত্রাবৃত্ত বা গদ্যের ছন্দের নয়।

পাশাপাশি আর একটি স্তবকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় যেমন—

"আসার মনরে, হুঁশিয়ার, তুমি দেহরাজ্যে Power পেয়ে হয়েছে এক যরমযবৎ Higher Officer
নিজের ঘরের বিচার নাহি করে শুধু করিলে পরের বিচার"।[18]

এখানে শব্দ ও ছন্দ প্রয়োগে কবি স্বচ্ছলতা দেখিয়েছেন এবং হুবহু ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এরপর আর একটি কবিগানে আরবি, ফারসি শব্দ প্রয়োগের বিষয়টিও লক্ষণীয় যেমন—

"আল্লা রসুল বল, বল মোমিন, আল্লা রসুল বল,
ফেলে দিয়ে মায়ার বোঝা সোজা পথে চল॥
ফোরকানে ফরমান করেছে, পরোয়ার পাকজাত,
রোজা নামাজ সই রাখিও হজ জাকাত,
দিবে ফরজ সুন্নত উন্নত পথ জান্নাতে দখল"॥[19]

বিজয় সরকার রচিত উদ্ধৃত কবিগানের অংশ দুটিতে শব্দ ও ছন্দ প্রয়োগের কৌশলে আধুনিকতার সচ্ছলতা অনুভব করা যায়। এ ভাষায় পৌরাণিক প্রভাব নেই, ছন্দতালে আরষ্ঠতা বা জড়তা নেই, আছে চটুল গতি এবং এই ছন্দ -তালের গতি এবং আরবি, ফারসি শব্দ প্রয়োগে ভাষা হয়েছে সুঠাম-মজবুত এবং আধুনিক। এতে যেন আরবি-ফারসি ভাষাগুলোও হয়ে উঠেছে আধুনিক বাংলা। এম ভাবে আধুনিক কবিগানের ভাষায় লোকজ শব্দ মিশে হয়েছে অগ্রসর পরিপাটি। উপরন্তু অলংকার ব্যবহারেও কবিয়াল বিজয় সরকার। তাহার গানে অনুপ্রাস সৃষ্টির প্রতিভাও অনন্য যেমন—

"দয়াল তোমার নামে ধরলাম পাড়ি অকুল দড়িয়ায়।
আমার তরী ঘোরে ঘোর বিপাকে ত্রিবেনীর ত্রিমোহনায়"॥[20]

কবিয়াল বিজয় সরকারের এসব গানে অশ্লীলতাও পরিলক্ষিত হয় না, তার ছন্দ-অলঙ্কার প্রয়োগেও কোনো জড়তা নেই, ভাবের ক্ষেত্রেও তিনি দেহাতীত প্রেমের আধ্যাত্মিক তথা সুফী সাধক।

মোট কথা, কবিগানও আবহমানকাল ধরে নদীর মতো এঁকে বেঁকে বয়ে এসে প্রাচীন অনগ্রসরতা পরিত্যাগপূর্বক হয়েছে বিষয়ে বৈচিত্র্যময় ও পোশাকে আধুনিক।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

Reference

1. স্বরোচিষ সরকার, কবিগান: ইতিহাস ও রূপান্তর, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১১।
2. প্রফুল্ল পাল, প্রাচীন কবিওয়ালার গান, (কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪), পৃ:২
3. দীনেশচন্দ্র সিংহ, পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবি-সঙ্গীত, (কলকাতা: দে বুক স্টোর, ১৩৯৭), পৃ: ২০৫
4. স্বরোচিষ সরকার, কবিগান: ইতিহাস ও রূপান্তর, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মে ২০১১, পৃ: ২২-২৫
5. স্বরোচিষ সরকার, কবিগান: ইতিহাস ও রূপান্তর, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মে ২০১১, পৃ: ২
6. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ খন্ড (কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৯৭৩), পৃ: ১৬০
7. দীনেশচন্দ্র সিংহ, কবিয়াল কবিগান, (কলকাতা, সৌদামিনী সিংহ, ১৯৭৭), পৃ: ২৩৪-২৩৫
8. ইয়াসমিন আরা সাথী, কবিয়াল বিজয় সরকার, দর্শন, সৃষ্টি ও সাধনা, প্রকৃতি প্রকাশন, ঢাকা, ২০২১, পৃ: ৩১
9. প্রফুল্ল পাল, প্রাচীন কবিওয়ালার গান, (কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪), পৃ: ১
10. শ্রীপান্ত, 'কলকাতা' সুধীরঞ্জনদাস গুপ্ত ও জহর সেনগুপ্ত, একালের ধৃতি, তৃতীয় সংখ্যা, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ২০৪
11. প্রফুল্ল পাল, প্রাচীন কবিওয়ালার গান, (কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪), পৃ: ১৬
12. মহসিন হোসাইন, বিজয় সরকার (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮), পৃ: ৬৪
13. ইয়াসমিন আরা সাথী, কবিয়াল বিজয় সরকার, দর্শন, সৃষ্টি ও সাধনা, প্রকৃতি প্রকাশন, ঢাকা, ২০২১, পৃ: ১৩৬
14. এসএম নূর-উল-আলম, (সম্পাদক), চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান সংগ্রহ ও সম্পাদনার, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ: ৩০
15. দীনেশচন্দ্র সিংহ, নকুলেশ্বর গীতিমাল্য, (কলকাতা: দে বুক স্টোর, ১৩৯৩), পৃ: ২৭
16. সুরেন্দ্রনাথ সরকার, 'ইউনেস্ক সেমিনারের কবিগানের জয়' বাংলা কবিগান ও লোককবি বিজয় সরকার, পৃ: ৩৯
17. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ খন্ড, পৃ: ৬০-৬২
18. কবি সুধাকর বিজয় সরকার, বিজয়গীতি, পৃ: ৩৩৬
19. কবি সুধাকর বিজয় সরকার, বিজয়গীতি, পৃ: ১
20. কবি সুধাকর বিজয় সরকার, বিজয়গীতি, পৃ: ৭

———